উত্তর আধুনিকতা ঃ একটি তত্ত্বদর্শণ

সৌরীন গুহ

সম্প্রতি রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞান - বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উত্তর - আধুনিকতা কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। উত্তর - আধুনিকতা বলতে কী বোঝায় তা এক কথায় বলা মুশকিল। বিষয়টি জটিল, দুরুহ, অনেকে সময় স্ববিরোধী, এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার আলোকে কিছুটা ভ্রান্ত বলেও প্রতীয়মান হয়। তবু এর প্রবক্তারা কিছু সার কথা বলেছেন চিন্তার জগতে যা এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

উত্তর - আধুনিক জেহাদ ঘোষণা করে আধুনিকতার বিরুদ্ধে। আসলে এটা কিন্তু মার্কসবাদ - বিরোধী একটা তত্ত্বদর্শন বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক নরহরি কবিরাজ (What is post - modernism?) সত্য - মিথ্যা, ন্যায় - অন্যায়ের মধ্যে যে ফারাক তার গুরুত্ব হারিয়ে যায় উত্তর - আধুনিকতা দর্শনে। জ্ঞানের সার্বজনিকতা বা সার্বিকীকরন বলে কিছু হয় না। ব্যক্তিগত অনুভব - উপলব্ধি, সুখ - সুবিধা ভোগ করাই এই দর্শনের শ্রেয়তা এবং মূল লক্ষ্য ধনী-দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ফারাক ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কিন্তু তা নিয়ে এদের তেমন মাথাব্যথা নেই। 'All this shows : the post - modernists are carried away too much by the sense of capital triumphhalism' - মন্তব্য করেছেন কবিরাজ মশাই। ধনতন্ত্রের বিজয় অভিযানে এরা অভিভূত।

উত্তর - আধুনিকতাবাদের নানা দিক আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকগুলি। রাজনৈতিক দিক থেকে এরা সকল প্রকার আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। শ্রমিক শ্রেণির একনায়তন্ত্রও এদের কাছে একটা আধিপত্যবাদ। যা কিছু ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ বা খর্ব করে তার বিরুদ্ধেই এরা সোচ্চার। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও এরা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। পুঁজিকে অবাধ বিকাশলাভ করতে দাও; তাতেই দেশের উন্নতি ও দশের মঙ্গল।

উত্তর - আধুনিকতার প্রবক্তারা প্রায় সবাই এককালে কিছুটা মার্কসবাদী ছিলেন। এঁরা বেশির ভাগই ফরাসি দেশের অধিবাসী। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে ছাত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার পর এঁরা আরও বেশি করে মার্কসবাদ - বিরোধী হয়ে উঠলেন। উত্তর আধুনিকতাকে বলা হয় ধনতন্ত্রের শেষ সুরক্ষিত দুর্গা।

মূলত এটা একটা স্বাতন্ত্র্যধর্মী দর্শন; চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এরা। সবটাই যে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন নয়। রেনেশাঁস যুগের যুক্তিবাদ, Enlightenment ইত্যাদির এরা বিরোধী। এদের মতে মানব - মনের সবটাই যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আবেগ, অনুভূতি, ভাব - ভালবাসা, স্নেহ - প্রেম - দ্বেষ, মায়া-মমতা-ঘৃণা, এসব যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; কিছুটা irrationl। অথচ মানব - মনের গঠন প্রক্রিয়ায় এদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পোস্ট - মর্ডানিজমের কাজই হচ্ছে সব কিছুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করা। কোন কেন্দ্রবিন্দু বা focal point নেই, যেন প্রতিবাদের জন্যই প্রতিবাদ করা। এ ধরনের একটা নঞর্থক দর্শনের সার্বজনিক স্বীকৃতি লাভের আশা না করাই ভাল। পায়ও নি। সমাজের উচ্চস্তরের একশ্রেণির নাক - উঁচু বুদ্ধিজীবীরাই এ নিয়ে মাথা ঘামায়, যা আমজনতার বোধগম্যতার বাইরে। **এদের অন্যতম প্রেরণাদাতা দার্শনিক নীটশে যিনি পাশ্চাত্যে প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের এক জন প্রধান প্রবক্তা বলে পরিচিত, হিটলার যাঁর লেখা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।**

উত্তর - আধুনিকতা চরম সত্য বলে কিছু আছে বলে স্বীকার করে না। একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে যেমন কিছুই থাকে না, তেমনি সত্যের অন্বেষণেও মানুষ ক্রমাগত উন্মোচন করতে করতে শেষে একটা নঞর্থক ডিসকোর্সে উপনীত হয়।

উত্তর - আধুনিকতার একজন প্রাণপুরুষ জাক দেরিদা ভাষার উপর বড় বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে ভাষার মাধ্যমেই বাস্তব বোধিত হয়; এছাড়া বাস্তবের আর কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। আমাদের জগৎ আমাদের ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চিরায়ত সাহিত্য বলে কিছু হয় না। সবই আঞ্চলিক সাহিত্য যা পরিবেশ - নির্ভর এবং সময় - নির্ভর। সবই 'স্থানিক ও কালিক' অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে। একটা বিশেষ অঞ্চলে কতগুলো লোক বিশেষ একটা সময়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর মিলিত হয়ে তাদের ঘাত - প্রতিঘাতের মধ্যে যা সৃষ্টি করে বা বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে ভাবের যে আদানপ্রদান হয়, তারই বিবরণ সাহিত্য নামে পরিচিত। কবিতায় থাকে বিশেষ আবেগ - অনুভূতি যা Enlightenment reason -এর বিপ্রতীপ। বলা বাহুল্য, চিরায়ত সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে রামায়ণ - মহাভারতে যে আবেগ - অনুভূতি বিস্তারলাভ করেছে, যে সূক্ষ্ম মানবিক সম্পর্কের সার্থক রূপায়ণ ঘটানো হয়েছে, তার আবেদন চিরকালীন, ক্ষণিক নয়, দেশ - কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। যে প্রসারতা ও ব্যাপ্তি দিয়ে সেগুলিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে তা বিশ্বমানবের মন আলোড়িত করে

এক চিরন্তনতায় অভিষিক্ত করে, লুকাচ যাকে বলেছেন 'timeless value'। বিশিষ্ট লেখক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর ''ক্লাসিক্স - এর ক্রান্তিকাল'' নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'লেখকের জীবনদর্শনের গভীরতার উপর ক্লাসিক্স -এর মূল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই বৃহত্তর অর্থে ডিকেন্স, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়, রোলাঁ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকদের অনেক গ্রন্থই ক্লাসিকস্ পর্যায়ভুক্ত।'

অনেকে মনে করেন, দেরিদা স্বীকার করেন সাহিত্যে একটা 'core meaning' থাকে। সেটাকেই পল্লবায়িত করে মার্জিন - ফুটনোটস নিয়ে ও আভাস - ইঙ্গিতের ব্যাখ্যান সহকারে টেক্সটের বিবিধ পাঠ নিয়ে দেরিদার উত্তর - আধুনিক Deconstruction বা বিনির্মাণ। দেরিদার মতে text is everything। এটা মানা যায় না কারণ টেক্সট ছাড়াও সাহিত্যের একটা আর্থ - সামাজিক, ঐতিহাসিক - রাজনৈতিক পটভূমি থাকে যা অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া ক্ষীণদৃষ্টির পরিচায়ক।

উত্তর আধুনিকতার আর একজন মুখ্য প্রবক্তা মিশেল ফুকোর মতো মানুষ শুধু শ্রেণিবদ্ধ জীবন নয়। তার বিবিধ সত্তা আছে। সব নিয়ে সে একটা বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি দ্রুত সম্পদ সৃষ্টি করে এবং মানুষকে আরও বিত্তশালী করে তোলে। উত্তর - আধুনিকতা চূড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ব্যক্তিসত্তা বা সমাজের উপর কোনরকম 'প্রভুত্বকায়েমকারী' হস্তক্ষেপ চলবে না, সে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র যাই হোক না কেন। প্রশ্ন উঠেছে : কারুর উপর কারুর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, সবাই যদি ব্যক্তি - স্বাধীন হয়, তাহলে দল, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দল, গড়ে উঠবে কী করে? সংগঠন মানব না, কর্তৃত্ব মানবনা, কেন্দ্রিকতা মানব না— তাহলে দল বা রাষ্ট্র চলবে কী করে? মূলত এটা একটা option দর্শনই রয়ে গেছে যা চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে প্রভাবিত। প্রাবন্ধিক শিবাজীপ্রতিম বসু মন্তব্য করেছেন : 'শৃঙ্খলা ছাড়া কিন্তু দল চলে না।' কিন্তু উত্তর - আধুনিক মতবাদের এসবের বালাই নেই। যে কোন রকমের কেন্দ্রিকতার এরা বিরোধী। তাই এটা একটা অবাস্তবায়িত সামাজিক দর্শনই থেকে গেছে।

তবে মার্কসীয় ইতিহাস - চেতনার বিরোধিতা করে এঁরা যা বলেছেন তা কিছুটা সঠিক। ইতিহাস সরল রেখায় চলে না; একটা binary opposites -এর ক্রমবিবর্তনবাদের ধারায় ইতিহাস এগিয়ে চলে, এই মার্কসীয় মতবাদে এঁদের আস্থা নেই। ইতিহাসে নানা 'discontinuity' এবং 'dispersion' আছে। যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অধ্যাপক প্রদীপ বসু বলেছেন : 'ইতিহাস শুধু সামনের দিকে এগোয় তা নয়। তার গতি বহুবিচিত্রমুখী, তার সম্মুখ নেই, পশ্চাত নেই। তা আঁকাবাঁকা, কখনো সর্পিল, কখনো বক্র, কখনো সরল, কখনো বহুরৈখিক' (উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কশবাদ)।

প্রযুক্তিবিদ্যা আর জ্ঞান - বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখাগুলি আজকাল এত উন্নতি ও বিস্তারলাভ করেছে যে এখন আর একজনের পক্ষে সমাজের সম্যক চিত্রটি তুলে ধরা অসম্ভব। ফুকো নিজেকে 'Specitic intellectual' বলতেন। এখন আর একজনের পক্ষে একটা সামগ্রিক বিশ্ব - দর্শন সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব বলেই হয়।

উত্তর - আধুনিকতা সমাজ - বিজ্ঞানে কিছু মৌলিক অবদান রেখে গেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন : নারীবাদ, পরিবেশ সুরক্ষা, উত্তর - উপনিবেশবাদ, দলিল শ্রেণির উন্নয়ন, মানসিক রোগীর পরিচর্যা, কারা সংস্কার, বর্ণবৈষম্যবাদ, জাতপাতের লড়াই ইত্যাদি বিষয় মার্কসবাদে, যা এযাবৎ অনুল্লেখিত বা অনালোচিত রয়ে গেছে বা তেমন গুরুত্ব পায়নি সেগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে মার্কসবাদকে যাতে আরও সার্বজনিক ও সময়োচিত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার। তবে এজন্য অবশ্যই ঋণ স্বীকার করতে হবে উত্তর আধুনিকতাবাদের কাছে। তাঁর উল্লেখিত 'উত্তর-আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ' বইয়ে অধ্যাপক প্রদীপ বসু যা বলেছেন তা এখানে প্রণিধাণযোগ্য : 'শ্রেণিসংগ্রামের সাথে সমন্বয় হোক নতুন সমাজিক আন্দোলনের। অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির যুদ্ধে স্বাগতম পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে, পিতৃতন্ত্র, বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই। শ্রমিক - কৃষকের পাশে রাখতে হবে যৌনকর্মী, নারী উভলিঙ্গ, সমকামী, পথশিশু, উদ্বাস্তু, উন্মাদ, আদিবাসী, দলিত ও কৃষ্ণকায় প্রান্তিক মানুষকে। হয়তো এভাবে একদিন মার্কসবাদের মধ্যে উত্তর - আধুনিক সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ মার্কসবাদের বিবর্তনের সন্ধান মিলবে।'